কালীগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে করোনায় মাহাবুবুর রহমান (৩৬) নামে এক ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
মাহাবুবুর রহমান কালীগঞ্জ শহরের ১০ তলা ভবনের সালমান ফার্মেসীর স্বত্ত্বাধিকারী ও চৌগাছা উপজেলার বাদেখানপুর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে। তিনি কালীগঞ্জ শহরের নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা।
নিহতের ফুফাতো ভাই শাহীন হোসেন জানান, গত তিন দিন আগে ভাইয়ার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজেটিভ আসে। যশোর সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তি ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে ফেরীঘাটে মারা যান।
এদিকে, ঝিনাইদহে গত ২৪ ঘন্টায় ৬০ নমুনা পরীক্ষায় ৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এরমধ্যে ঝিনাইদহ সদরে ৭, শৈলকুপায় ৯, কালীগঞ্জে ৭ ও হরিণাকুণ্ডুতে ১১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত ৩১৫৪, সুস্থ হয়েছেন ২৮২০ জন। এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬১ জন।
উল্লেখ্য, সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বেজপাড়া গ্রামের রহিমা খাতুন খুলনা মেডিকেল কলেজে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় মাছ চুরির অভিযোগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার খোকসায় মাছ চুরির অভিযোগে জসিম উদ্দিন নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার ভোরে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা রতনপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবক জসিম উদ্দিন উপজেলার মোড়াগাছা রতনপুর গ্রামের রওশন আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার খোকসা ইউনিয়নের আইয়ুব আলী বিশ্বাসের বাড়ির পাশের পুকুরে মাছ চুরি করতে যায় জসিম উদ্দিন। এ সময় বিষয়টি টের পেয়ে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাস ও তার লোকজন তাকে পিটুনি দেয়। পরে হাসপাতালে নেওয়ার

পর সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত যুবকের বড়ভাই হাসিম শেখ জানান, রাতে আর্জেন্টিনা খেলা দেখতে যায় জসিম উদ্দিন। খেলা দেখে সেখান থেকে ফেরার পথে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাসের লোকজন তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে আহত করে।
ঘটনাস্থল থেকে একজন আমাকে জানান, জসিম উদ্দিনকে চেয়ারম্যানের বাড়িতে তার লোকজন পেটাচ্ছে। সেখানে গেলে তারা আমাকেও পিটিয়ে মারবে বলে জানায় সে। পরে বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক জসিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন।
খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে ঘোষণা করেন।
তবে কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে বিষয়টি এখনো জানা যায়নি তদন্ত চলছে বলেও জানান ওসি।
এ বিষয়ে জানতে খোকসা ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী বিশ্বাসের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার ষড়যন্ত্র করে দখলের চেষ্টা চাচার

ঝিনাইদহে ভাতিজার মাছের খামার নিজের চাচা কৌশলে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনাটি ঘটেছে ঝিনাইদহে সদর উপজেলার মামুনশিয়া গ্রামে। গত রবিবার সরেজমিন পরিদর্শন কালে জানা যায়, চাচার উপর ভরসা করে একই গ্রামের মৃত হামিদুর রহমানের ছেলে ভাতিজা ইনতাজ আলী ও আশরাফুল আলম দুই ভাই দীর্ঘদিনের মাছ চাষী চাচা আব্দুল খালেকের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের ওসমান আলী, নহর আলী, আসমত আলী সোহরাব আলী, মহর উদ্দীন ও আব্দুর রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ১০বছরের জন্য প্রতি বিঘা বছরে ১৪হাজার টাকা মূল্যে বর্গা নিয়ে এবং নিজেদের কিছু জমি মিলে ২০ বিঘা জমির উপর ২০১৮ সালের শেষের দিকে গড়ে তোলেন হামিদ এগ্রো

ফিসারিজ ফার্ম। তিন বছর ধরে ভালই চলছিল তাদের ব্যবসা। প্রতি বছর পুকুরে খাবার ও মাছের পোনা বাবদ প্রায় ১৫/১৬ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে বেশ লাভ হচ্চিল। এবারোও কর্মসংস্থান ব্যাংক ও অন্যান্য এনজিও লোনের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে পুকুরে বড় বড় মাছের আবাদ করেছে। এরই মাঝে পারিবারিক কিছু ঝামেলার কারণে চাচা ভাতিজার মধ্যে বিবাধের সৃষ্টি হয়।

আর এই সুযোগে বর্গাদারদের নিকট থেকে বর্গার টাকা বাড়িয়ে দিয়ে গোপনে চাচা নিজের নামে ৩বছর পরে বর্গার স্ট্যাম্প লিখে নিয়ে ভাতিজাদের জমি নিজের নামে বর্গা নেওয়া বলে দাবি করে কোর্টে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেছেন। ওই গ্রামের একাধিক ব্যক্তির নিকট জানতে চাইলে তারা বিষয়টি নিয়ে তারা বলেন এই জমিতে পুকুর কাটা থেকে শুরু করে তিন বছর ধরে ইনতাজদের দখলে রয়েছে বলে আমরা সকলেই জানি, এখন হঠাৎ করে শুনছি তার চাচার নামে নতুন করে ষ্ট্যাম্প করে পুকুর দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিষটি নিয়ে যে কোন সময় সংঘাত তৈরী হতে পারে তাই স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা চান সকলেই।

এবিষয়ে ভুক্তভোগি ইনতাজ আলী বলেন আমরা চাচার উপর অঘাত বিশ্বাস করে সম্পূর্ন মৌখিক ভাবে বর্গাদারদের নিকট থেকে ১৫বিঘা জমি নিয়ে পুকুর কেটে মাছ চাষ করছি। আমার নামে পানির মোটর স্থাপন করেছি, হামিদ এগ্রো ফিসারিজ নামে একটি ট্রেড লাইসেন্স করে ব্যবসা করে আসছি হঠাৎ চাচার সাথে একটু বিরোধ তৈরী হওয়ায় চাচা আমাদের সাথে সম্পূর্ণ বে ইমানী করে বর্গাদের ম্যানেজ করে গোপনে এবছর স্ট্যাম্প করে আমার খামারে মাছ চাষের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আবেদন করে করেছে । আমি বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ন্যয় বিচার কামনা করছি।

এবিষয়ে চাচা আব্দুল খালেক বিশ্বাস জানান জমির বর্গা আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম কিন্তু জমির মালিকরা ঠিকমত টাকা না পাওয়ায় তারা আমার নামে নতুন করে চুক্তি করে দিয়েছে। এলাকাবাসী সংঘাত নিরসনে প্রশাসন সুদৃষ্টি কামনা করেন।

মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসুন্ধি গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য মোঃ হাফিজুর রহমানের জমি দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পায়তারা ও চাঁদাবাজি মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি এবং ষড়যন্ত্রমূলক মানববন্ধনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগি মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটি। মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনাতনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধার কন্যা শাহানাজ পারভিন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ্য অবস্থায় আমার মাকে নিয়ে গ্রামে একা থাকেন। আমরা তিন বোন বিয়ের পর স্বামীর সংসার করছি। আর একমাত্র ভাই ঢাকায় চাকুরীরত। ফলে আমার অসুস্থ্য পিতা-মাতাকে নিয়ে একা বাড়ীতে থাকার সুযোগে গ্রামের চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক মধু মোহন, উৎপল, আমাদের বসত ভিটা থেকে মধু মোহন জমি দখল নিতে না পেরে আমার পিতার নিকট ৫ লক্ষ টাকার চাঁদা দাবী করে। চাঁদা না দিলে ঘর বাড়ি ভেঙ্গে আমাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে দিবে হুমকি দেয়।

পরে আমার পিতা ০৬/০৪/২০২১ তারিখে কোর্টে একটি চাঁদাবাজি মামলা করে, যাহার জি আর মামলা নং- ২১২/২২১। আসামীরা পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর গত ২০/০৫/২১ তারিখে দুপুর বেলা উক্ত মামলার সহযোগী হালিম, কামাল, জসীম, সোনালী, জায়েদ, রেজাউল, ইবরা এদের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০০/১৫০ জন লোক আমাদের বসত ভিটা ঘেরাও করে আমার পিতা মাতাকে মারতে আসে এবং আমার পিতার নাম ধরে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করা সহ দায়ের কৃত মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়।

সেসময় আমাকে ও আমার ভাইকে খুন জখম করা সহ বাড়ী ঘর লুট পাটের ভয়ভীতি দেখায়। এরপর অন্য জায়গা থেকে লোক ভাড়া করে এনে মানব বন্ধনের নামে আমার মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্ত করা সহ সম্মানহানী করে। গ্রামের মানুষদের বোঝাচ্ছে যে তারা কতটা ক্ষমতাশালী এবং আমার পিতা সহ আমাদের নাম ধরে মাইকিং করে চাপ সৃষ্টি করা মানে আমরা যাতে মামলা তুলে নিই। আমরা কেউই

আইনের উর্ধে নয়।

আমরা যদি মিথ্যা মামলা করি তাহলে এগুলোকি যবর দখলের ধারা বাহিকতায় ২৫৮ নং মৌজায় ফুরসুন্ধি আমার দাদার জমি যাহার দাগ নং- ৪৬২, কামাল কাজী ভোগ দখল করে আছে, ২৫১ নং দাগটি কহিনুর ভোগ দখলে রেখেছে, ২৪২ নং দাগ আমেনার দখলে, ২৩৮ নং দাগ আছে হাসান ও মসলেমের দখলে, ৩৬৩ নং দাগ থেকে ৭০ হাজার টাকার গাছ বিক্রি করেছে হালিম ও রেজাউল। এই সব দাগের জমি গুলো আমি গত ০৫/০৬/২১ তারিখে আমিন নিয়ে মাপা মাপি করি উক্ত ব্যক্তিরা জমির মাপ মেনেও নেই এবং আমরা জমিতে খুটি পুতে আসি।

জমি মাপার ৪ দিন পর মাইকিং এ শুনি অন্য কথা। ১০/০৫/২১ তারিখে দেখি আবার আমাদের উক্ত জমির উপর পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত রাস্তা ও ঘর নির্মান করেছে। উক্ত আসামীরা জামিনে এসে তাদের সহযোগী জসীম, হালিম, রেজাউল, কামাল, ইবরা ও সোনালী এরা জমি দখল দারদের বলেছে এই জমিতে আসলে মার পিট করে হাত, পা ভেঙ্গে দিবি। আমার পিতা একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে শেষ বয়সে এই প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের চাপাচাপিতে মারা যায় তাহলে এই লজ্জা পুরো বাঙ্গালি জাতির।

একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা (অবঃ) সেনা সদস্য হয়েও আমার পিতাকে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। ভূমি দস্যুরা তার জমি যবর দখল করে নিচ্ছে, প্রভাব খাটিয়ে আমার পিতার সম্পত্তি নিজেদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছে অনেকে। আমার একমাত্র ভাই গ্রামে আসতে পারেনা। আমার শরীরে এক বৃন্দ রক্ত থাকতে ও আমার পিতার উপর অন্যায়, নির্যাতন, অসম্মান সহ্য করবোনা। আমার পিতা সেনা গেজেটে একজন বীর মুক্তি যোদ্ধা।

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়টি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান ও তার স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

ঘরে বসেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন গাংনীর ভাটপাড়া আবাসনের বাসিন্দারা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পের ৯০টি পরিবার হাতের নাগালে পাচ্ছেন স্বস্থ্য সেবা। বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকলের দৌর গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এফপি আই ইশরাক আবাসনে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেন। তাকে সহযোগীতা করছেন স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ। বাড়িতে বসে চিকিৎসা ও পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন সকলে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এফ ডাব্লিউ এ,এফ ডাব্লিউ ভি গনের উপস্থিতিতে আবাসনের ৯০ টি পরিবাররের ২৫০জনকে পরিবার পরিকল্পনা, বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, বিতরণ, গর্ভবতী সেবা, গর্ভ পরবর্তী সেবা, শিশু, কিশোর কিশোরী সেবা, ও সাধারন রোগীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবাসনে স্থায়ীভঅবে বসার স্থান না থাকায় চিকিৎসাসেবা প্রদানে হিমশিম খাচ্ছিলেন সেবা প্রদানকারীরা। সেখানে একটি কমিউনিটি সেন্টারের একটি কক্ষে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এফপিআই ইশরাক বিভিন্ন ব্যাক্তিদের নিকট থেকে চেয়ার টেবিল যোগাড় করেছেন। আবাসনের সভাপতি শুকুর আলী জানান,আবাসের বাসিন্দরা খুবই অবহেলিত। চিকিৎসা সেবা শেকে শুরু করে সব কিছুতেই পিছিয়ে রয়েছে। স্থানীয় ছেলে ইশরাক আবাসনের মানুষের দুর্দশা দেখে কমিিউনিটি সেন্টারে চেয়ার-টেবিল দিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা প্রদান করছেন। এতে আবাসনের বাসিন্দাদের দুরে কোথাও যেতে হচ্ছেনা। হাতের নাগালেই পাচ্ছেন চিকিৎসা সেবা। শুধু চিকিৎসা নয় নানা ধরনের পরামর্শ পেয়েও উপকৃত হচ্ছেন এখানকার মানুষ।

এফপিআই ইশরাক জানান, অবহেলিত মানুষের বসবাস ভাটপাড়া আবাসন প্রকল্পে। তারা অনেক সময় অর্থের অভাবে হাসপাতালে এসে চিকিৎসা সেবা নিতে পারেনা। তাদের কথা বিবেচনা করেই দশ বছর যাবত প্রতিমাসে একবার সেখানে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির উঠানে বসে ক্যাম্প ভিত্তিক চিকিৎসা প্রদান করা হতো। এখন কমিিউনিটি সেন্টারের একটি কক্ষে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আবাসনের সকলেই চিকিৎসা নিয়ে

স্বাচ্ছন্দবোধ করেছন। সার্বিক সহযোগীতা ও দেখাশোনা করছেন ইশরাক ও ইসতিয়াজ ইউনুস।

গাংনী উপজেলা ইউএইসএফপিও(ভারপ্রাপ্ত) খোকন রেজা বলেন, একটি গ্রামে ২৫০ জন মানুষ বাড়িতে বসেই চিকিৎসা সেবাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভিবিন্ন পরামর্শ নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। এতে হাসপাতালেও চাপ কমছে। করনাকালীন মুহুর্তে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়েও নানা পরামর্শ পাচ্ছেন তারা। হাতের নাগালে চিকিৎসা সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে অনেকেই।

মেহেরপুরে আরও ২৩জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২৩জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৩জন, গাংনীতে ৫জন এবং মুজিবনগরে ৫জন রয়েছেন।

সোমবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সিভিল সার্জন অফিস সুত্রে জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের ৫৬টির মধ্যে পজেটিভ ২৩টি।

আজকের ২৩টি পজিটিভের মধ্য দিয়ে জেলায় মোট পজিটিভ কেসের সংখ্যা ১৯৭টি। এ

র মধ্যে সদরে ৫০, গাংনী ৮৯ ও মুজিবনগরে ৫৮টি। জেলায় এ পর্যন্ত মৃত্যু ২৭ জনের।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর নতুন পড়া সাজেদা (৫২), রিজিয়া খাতুন (৮২), নতুনপাড়া মোড় ইকুতার আলী (৩৭) মল্লিকপাড়া রঞ্জিত কুমার শিল (৪০), কাশ্যপপাড়ার নুরজাহান খাতুন (৩৫), বামনপাড়ার জাহিদ হোসেন (২৬), পোষ্ট অফিস পাড়ার ইকবাল হোসেন (২২) পিয়াদাপাড়া আরব মিয়া (৫৮), বড়বাজারের রাসেল (২৫) আমঝুপির মারিয়া (৬৫), আব্দুল হাকিম (৫৮), সুখেরা (৫০) আশরাফপুরের ইসমাইল (২৫)।

গাংনী করমদির জুয়েল রানা (৩৪), চৌগাছা মিয়াজান (৬০), সুমাইয়া আক্তার (২০), বামুন্দির রাজু আহমেদ (২৮), গাড়াডোবের একরামুল হক (৪৫)।

মুজিবনগর ভবরপাড়ার আয়ুব হোসেন (৭১) রামনগরের সাজ্জাদ হোসেন
(২১) বল্লভপুরের আকাশ মন্ডল (২০), আনন্দবাসের রমজান আলী (৪৫), নাজিরাকোনার ধুলু (৬০)।

দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউন বাস্তবায়নে অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং

করোনাভাইরাসের প্রকোপ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি ও আক্রান্তর সংখ্যা লাগামহীন হওয়ায় আজ ভোর ৬ টা থেকে দামুড়হুদা উপজেলাকে কঠোর লকডাউনের ঘোষনা সহ দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং প্রচার অব্যাহত রেখেছেন।

জানাগেছে পূর্বের লকডাউনের সকল নিয়মকানুনের কিছুটা পরিবর্তন করে জনসাধারণের ব্যাপক ভাবে সচেতন করতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সহ সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিনব কিছু কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

এব্যাপারে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের প্রকোপ নির্মুলে মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধির সকল নিয়মকানুন স্বস্ব ইউনিয়ন থেকে মাইকে প্রচার করা। লকডাউনের কারনে অসহায় ঘর বন্দি মানুষের দ্বারে দ্বারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, মাস্ক ব্যবহার কারার বিষয়টি নিশ্চিত করা। অসুস্থ্য রোগীদের প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া।
সকাল ৯ টার মধ্যে লকডাউন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী ব্যারিকেড স্থাপন ও লাল ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে লকডাউন নিশ্চিত করবেন

সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও ইউ পি চেয়ারম্যানরা। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় প্রতিটি ইউপি চেয়ারম্যান স্ব স্ব পরিষদে সভা করে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ফ্রেমে ওয়ার্ড কমিটি তৈরী পূর্বক ইউএনও অফিসে দুপুর ১ টার মধ্যে প্রেরন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে।

অপরদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজে প্রতিটি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষের মাঝে লকডাউনের নিয়মনীতি তুলে ধরে সকলকে সচেতন থাকতে এবং সর্বসাধারনের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন, তিনি আজ দুপুর ১২ টার মধ্যে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজের কর্ম এলাকার মানুষের কাছে একজন মানবিক অফিসার হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতিকে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী এমন কৃতিত্ব পাওয়ায় কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে ।

এ সংবর্ধনা সভায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,- কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে এটি সরকারি কলেজের কৃতিত্ব। এ কলেজ থেকে আরো অনেক মেধাবি শিক্ষার্থী

মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত চাকুরির সুযোগ তৈরি করে এমনটাই এ কলেজের শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে।

উপস্থিতি অতিথির মধ্যে স্বাগত বক্তব্যে জান্নাতি বলেন, আমি গরিব ঘর থেকে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। আমার বাবা একজন সরকারি কলেজে ছোট একটি পদে চাকুরি করেন। আমার বাবা, মায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ এতদুর যেতে পেড়েছি। সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির হাত থেকে কলেজের পক্ষ থেকে জান্নাতিকে নগত ৬০ হাজার টাকা, একটি মেডিকেল এপ্রোন কাপড় ও একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বক্তব্য রাখেন শিক্ষার্থী মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন এ্যানি।

সভায় সম্প্রতি ষ্ট্রোক জনিক কারনে নিহত শিক্ষক প্রভাষক মোঃ মুরাদ আলীর স্ত্রীর হাতে কলেজের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অন্য একজন অসুস্থ শিক্ষককে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন,সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাধারণ সম্পাদক খ, হামিদুল ইসলাম,কলেজিয়েট স্কুলের উপাদক্ষ শামিম রেজা, প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল।

শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি অধ্যাপক সৈয়দ মামুন রেজা,খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মাকসুদুর রহমান, ফারুক হোসেন, তাপস রশিদ, কলি খন্দকার, শামিমা খাতুন, আব্দুল মোনায়েম, মহিতুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সহ সকল শিক্ষক মন্ডলি।

কুষ্টিয়ায় করোনায় মৃতদের শেষ সম্মানটুকু দেখান তাঁরা

কুষ্টিয়ার ইবি থানা এলাকার হরিনারায়ণপুর বাজারের অজন্তা লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী শ্রী অরুপ কুমার সাহা করোনা (কোভিড-
১৯) আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন।

সোমবার রাত ৩ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে

পরলোকগমন করেন। তিনি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শাখার নেতা ছিলেন। তবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরলোগমন করায় তার সৎকারে কেউ এগিয়ে আসেনি। তার পরিবারের কয়েকজন সদস্য ছাড়া প্রতিবেশী কিংবা তার ধর্মের কেউই এগিয়ে না আসলেও খেদমতে খলক ফাউন্ডেশনের কুষ্টিয়া জেলার কয়েকজন তার সৎকার কাজ সম্পন্ন করে বলে একটি সুত্র জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিভিল সার্জন কুষ্টিয়া থেকে মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান খেদমতে খলক ফাউন্ডেশনের কুষ্টিয়া জেলার প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নিজেরা সৎকারের কাজ সম্পন্ন করেন। মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী এবং খেদমতে খলক ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখা পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান, শরিফুল ইসলাম, আবুল হাসেম, মাওঃ মাছুম বিল্লাহ ও মাওঃ আবুল হাসান এতে অংশ নেয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে শুরু করে লাশের সৎকার পর্যন্ত তারাই সম্পন্ন করে। কোভিড ১৯–এ (করোনা) আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া এক ব্যক্তির লাশের সৎকার প্রক্রিয়া শেষ করে মুঠোফোনে কথাগুলো বললেন মোমতাজুল উলুম মাদ্রাসার পরিচালক মোঃ আরিফুজ্জামান। তিনি কোভিড–১৯–এ আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থা খেদমতে খলক ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে হরিনারায়ণপুর শশ্মানে নিয়ে দাহ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেনি ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরা তো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।’ তিনি আরও বলেন, সুরক্ষা পোশাক পিপিই, হাতে গ্লোভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা বলে বোঝানো যাবে না। দমবন্ধ হয়ে আসে একেক সময়।

মৃত ব্যক্তির হাসপাতালের কাগজপত্র তৈরি না থাকলে পিপিইসহ অন্যান্য পোশাক পরে বসে থাকার সময় আরও বাড়তে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে দিয়ে দলের সবার পিপিইসহ অন্যান্য সুরক্ষা পোশাক আগুনে পুড়িয়ে দিয়েই পরে ঘরে ফেরা সম্ভব হয়।

অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মোঃ আরিফুজ্জামান বললেন, এক মৃত ব্যক্তির

ছেলে হাসপাতালে এলেও জানাজায় অংশ নিতে চাননি। আরেক মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই জানিয়ে দেন, তিনি কোনো অবস্থাতেই হাসপাতালে আসবেন না। কয়েকটি ঘটনায় কোনো স্বজনকেই পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত জেলায় ৪৭ জনের মৃতদেহ দাফন সম্পন্ন করেছেন এই সংগঠনটি।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। গতকাল সোমবার ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক সম্পাদক আজিজুল হক সোহেল স্বক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানিয়েছে ।

এবিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি জানান, গত ৩ই ফেব্রুয়ারি ২১ ইং তারিখে সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতিশীল আনার লক্ষ্যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। গতকাল সোমবার পুনরায় এই কমিটি বহাল রেখেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

তাই আমরা মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণে কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল কর্মসূচী আরও বেগবান ও সফল করবো ইনশাআল্লাহ।

মেহেরপুর জেলা ও উপজেলা ছাত্রদলের কমিটি পুনরায় বহাল রাখায় জাতীয়তাবাদ ছাত্রদলের সাংগঠনিক অভিভাবক তারেক রহমানসহ দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের প্রতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।